•

“بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ” .



স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারসমূহ

Subject : Research & Masayel

Submitted to:
Honourable Ustaj Mohammad Abdul Wahid
Ustaj, RAM & FIQH Department
Islamic Online Madrasha- IOM

Prepared by:
Dr. Sharmin Haque Tofa
Roll: 20102198
Batch: 201, 6th semester
Islamic Online Madrasha- IOM



◆ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারসমূহ ◆

শারমীন হক তোফা

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই রব্বুল আ' লামীনের প্রতি যিনি আমার মতো একজন অধম বান্দীকে স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারসমূহ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখার জন্য মেধা এবং সুযোগ দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহি রব্বুল আ'লামীন।

এরপর আমার সম্মানিত উস্তাজ, মুহতারাম মো. আব্দুল ওয়াহিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যিনি আমাকে প্রয়োজনীয় বই এর নাম, নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, আল্লাহ সুবহানুতা'আলা আপনাকে দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম জাযা দান করুন, আমিন।

সবশেষে, আমার প্রিয় ২০১ ব্যাচের, খুব প্রিয় একজন বোন মাহমুদা আক্তার, আপনার প্রতিও অসংখ্য কৃতজ্ঞতা, সময়ে অসময়ে প্রযুক্তিগত অনেক ইনফরমেশন দিয়ে সাহায্য করার জন্য, আল্লাহ সুবহানুতা'আলা আপনাকেও দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম জাযা দান করুন, আমিন।

পরিশেষে, যারা আমার এই ছোট্ট, অগোছালো প্রবন্ধের পাঠক/ পাঠিকা হবেন, আপনাদের প্রতি অনুরোধ, নিজ গুণে, প্রবন্ধের সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, ইন শা আল্লহ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহ।

শারমীন হক তোফা
ব্যাচঃ২০১
রোলঃ ২০১০২১৯৮
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ

দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তিতে পরিমিতিবোধের ভূমিকা অনেক। বরং চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে

মাত্রানুগামিতা ছাড়া মধুর দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা সম্ভবই নয়। স্বামীরও দরকার নিজ অবস্থান ও

দায়িত্ব–কর্তব্য সম্পর্কে মাত্রাসচেতন হওয়া এবং স্ত্রীরও কর্তব্য নিজ মর্যাদা ও দায়–দায়িত্বের পরিমাণ

অনুধাবন করা। অতঃপর সেই চেতনা অনুসারে জীবন নির্বাহ করলে এবং দ্বিপাক্ষিক আচরণে তার চর্চা

করলে তবেই একটি শান্তিপূর্ণ সংসার গড়ে উঠতে পারে।

ইসলামে হক্কের প্রকারভেদঃ

ইসলামে হককে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ। হাক্কুল্লাহ হলো মহান আল্লাহতায়ালার

হক এবং হাক্কুল ইবাদ হলো বান্দার হক। মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, আমি গাধার ওপর নবী (সা.)

এর পেছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি বললেন, হে মুআয! তুমি কি জানো, বান্দার ওপর আল্লাহর হক কী এবং

আল্লাহর ওপর বান্দার হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই অধিক জানেন। তিনি বললেন,

বান্দার ওপর আল্লাহর হক এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, এতে তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে

না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক এই, যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না, তিনি তাকে

আজাব দেবেন না। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি লোকদেরকে (এ) সুসংবাদ দেব

না? তিনি বললেন, তাদেরকে সুসংবাদ দিও না। কেননা, তারা (এরই ওপর) ভরসা করে বসবে।

(বোখারি : ২৮৫৬)।

‘হাক্কুল্লাহ’ মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি আমাদের হক, আল্লাহতায়ালার দেওয়া আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

তার সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। তার ইবাদত করা। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন,

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ
بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

‘তোমরা ইবাদত করো আল্লাহর, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার করো

মাতা-পিতার সঙ্গে, নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে, এতিম, মিসকিন, নিকটাত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী,

পার্শ্ববর্তী সাথি, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সঙ্গে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন

না, তাদের যারা দাম্ভিক, অহংকারী।

(সুরা নিসা : ৩৬)।

আল্লাহতায়ালা আরও বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরিক করাকে ক্ষমা করবেন না, আর এ ছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে ইচ্ছা তিনি

ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করল, অবশ্যই সে চরম ভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হলো।

(সুরা নিসা : ১১৬)।

‘হাক্কুল ইবাদ’ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে ভালোবাসা, সবার সেবা করা, সাহায্য-সহযোগিতা

করা হাক্কুল ইবাদের অন্তর্বুক্ত। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই যে হক, তা হচ্ছে,

সালাম বিনিময় করা। পরিবার, সমাজ ও মানবসেবা হলো হাক্কুল ইবাদের অন্যতম দিক। হাদিস শরিফে

মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অপরের একটি প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে, পরকালে আল্লাহ

তার ১০০ প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন এবং বান্দার দুঃখ-দুর্দশায় কেউ সহযোগিতার হাত বাড়ালে আল্লাহ

তার প্রতি করুণার দৃষ্টি দেন।’

(মুসলিম : ২৫৬৬)।

অভাবি মানুষকে সহয়তা করা, তাদের তরে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। বস্ত্রহীনকে পোশাক-আশাক দিয়ে

সহয়তা করা এটি হাক্কুল ইবাদ। হাদিস শরিফে আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, হুজুর (সা.) এরশাদ করেন,

‘কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে বস্ত্রহীনতায় বস্ত্র দিলে আল্লাহপাক তাকে জান্নাতের সবুজ বস্ত্র

পরাবেন।’

(তিরমিজি : ২৮৩৫)।

হাদিস শরিফে আরও এরশাদ হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, 'যে মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে

বস্ত্রহীন অবস্থায় বস্ত্রদান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে সবুজ বর্ণের পোশাক পরাবেন, খাদ্য দান করলে

তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন, পানি পান করালে জান্নাতের শরবত পান করাবেন।'

(আবু দাউদ : ১৭৫২)।

অন্নহীনকে খাবার দেওয়া হাক্কুল ইবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হাদিস শরিফে রাসুল (সা.) এরশাদ করেন,

'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজখবর নাও, বস্ত্রহীন লোকদের বস্ত্র দাও এবং বন্দিকে মুক্ত

করে দাও।

' (বোখারি : ২৪১৭)।

রাসুল (সা.) ক্ষুধার্তকে খাবার দান করতে কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা ভিক্ষুক (ক্ষুধার্তকে) কিছু

না কিছু দাও, আগুনে পোড়া একটা খুর হলেও। '

(আহমাদ : ১৬৬৯৯) ।

তিনি আরও বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি পূর্ণ মোমিন নয়, যে নিজে পেট পুরে আহার করে। কিন্তু তার

প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।'

(বায়হাকি : ৩৩৮৯)।

তিনি আরও বলেন, 'ক্ষুধার্তকে খাবার দান করো। তাহলে শান্তির সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে। '

(তিরমিজি : ১৯৮৪)।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক্ক এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক্ক ও এই হাক্কুল ইবাদাতের অন্তভূর্ক্ত। আমাদের আলোচ্য

বিষয়বস্ত স্ত্রীর প্রতি একজন স্বামীর হক্কসমূহ।

স্বামী - স্ত্রী একে অন্যের প্রতিযোগী নয় বরং সম্পূরকঃ

প্রথমেই দরকার সংসার-যাত্রায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন নির্ণয় করা। তাদের সম্পর্ক কি

কর্তা-ভৃত্যা বা কর্ত্রী-ভৃত্য-জাতীয় যে, একজন কর্তৃত্ব করবে আর অন্যজন হবে তার আজ্ঞাবাহী? নাকি তারা

সমান্তরাল দুই অধিপতির মত, যাদের একজন অন্যজনের উপর আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে?

না তাদের মধ্যে এমন সখ্য-সম্প্রীতির সম্পর্ক যে, একে অন্যের সম্পূরক হিসেবে সহযোগিতামূলক আচরণ

করবে এবং অন্যের লাভ-লোকসানকে নিজের লাভ-লোকসান ও অন্যের সুখ-দুঃখে নিজেকে হিস্যাদার গণ্য

করবে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদেরকে কুরআন মাজীদের শরণাপন্ন হতে হবে। দেখতে হবে কুরআন

মাজীদ এ সম্পর্ককে কোন ভাষায় ব্যক্ত করেছে। আরও তাকাতে হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের জীবনাচারের দিকে। আমাদের সম্মানিতা ও পুতঃ-পবিত্রা মায়েদের সাথে-যাঁদের প্রতি

উৎসর্গিত হই আমরা নিজেরা ও আমাদের গর্ভধারিণী স্নেহময়ী মায়েরা- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের আচরণ থেকে আমরা কী রকম সম্পর্কের ধারণা পাই?

কুরআন মাজীদ এ আল্লাহ বলছেন

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হল তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের

সংগিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া

সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে'।

–সূরা রুম : ২১

আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'স্ত্রী'–এর জন্য শব্দ ব্যবহার করেছেন زوج অর্থাৎ 'জোড়া', সংগিণী, সম, সংযুক্ত

ইত্যাদি। বাংলার স্ত্রী, পত্নী, ভার্যা ইত্যাদি অপেক্ষা অত্যন্ত শোভন ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। এবং মজার কথা হল

স্বামীর জন্যও কুরআন-হাদীস ও আরবী ভাষায় এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেবল পাশাপাশি

ব্যবহারের ক্ষেত্রে লিংগনির্দেশের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর জন্য ة যোগে زوجة বলা হয়ে থাকে। না হয় সাধারণভাবে

স্বামী–স্ত্রী প্রত্যেকের জন্য زوج -ই প্রচলিত।

মানব জাতিতে সর্বপ্রথম যিনি স্ত্রীর পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন, সেই আদিমাতা হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামের জন্য কুরআন মাজীদে এ শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর সৃজন-রহস্যের প্রতি ইংগিত

করে আল্লাহ তা'আলা বলেন

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার সংগিনী কে স্থির করেছেন,

যাতে সে তার কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারে।'

(আরাফ: ১৮৯)

অর্থাৎ আদিমানব হযরত আদম আলাইহিস সালাম জান্নাতে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছিলেন। জান্নাতের

অফুরন্ত নি'আমত এবং সুখ-শান্তির অগাধ উপকরণ সত্ত্বেও কিসের যেন তার অভাব। কী এক অনির্বচনীয়

শূণ্যতা যেন তাকে ঘিরে ধরছিল। চারদিকে কত আনন্দের সমারোহ, কিন্তু ভেতরের আমোদ কই? সব

আছে'র মধ্যেও কী এক 'নেই'–এর আকুলতাই কেন এত বাজে? কেন বাজে এবং কিসের জন্য বাজে তা

যার জানার কথা তিনি ঠিকই জানেন। কিন্তু আগে বাজতে দিলেন এবং পরে দিলেন ব্যবস্থা, যাতে ব্যবস্থাটির

যথাযথ মূল্য উপলব্ধি হয়। সুতরাং তিনি সৃষ্টি করলেন হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে। নিঃসঙ্গ জীবনে

সংগিনী দান করলেন। একাকিত্বের যাতনা ঘুচিয়ে দিলেন। উষর প্রাণে সঞ্জীবনের ব্যবস্থা হল। এবার স্বস্তিতে

শান্তিতে স্ফূর্তিতে উচ্ছলতায় দেহমন ভরিয়ে তোল। দোঁহে মিলে পরমানন্দে বাস কর জান্নাতে। তুমি ও

তোমার যাওজ। তোমার জোড়া ও তোমার সংগিনী।

বস্তুতত এই 'যাওজ' শব্দই দাম্পত্য সম্পর্কের ধরণ নিরূপিত করে দেয়। এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, স্বামী-স্ত্রী

একে অন্যের জোড়া। তাদের সম্পর্ক প্রভুত্বমূলক নয়, প্রতিযোগিতামূলক নয় এবং তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী

নয়। বরং তারা দু'য়ে মিলে পূর্ণ এক, তারা একে অন্যের সম্পূরক। তাদের সম্পর্ক সখ্যের সম্পর্ক। তারা

পরস্পর সখা-সখী।

'যাওজ'-এর মধ্যে নিহিত সে 'সখ্য'-ই ব্যাখ্যাত হয়েছে আয়াতের পরবর্তী অংশে। বলা হয়েছে 'যাতে তোমরা

তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মমতা সৃষ্টি করেছেন।

বলাবাহুল্য সম্পর্ক যেখানে কর্তৃত্বসুলভ সেখানে দেহের আরাম যতই হোক মনের শান্তি কখনও আশা করা

যায় না। এমনিভাবে ভালোবাসা ও প্রেমপ্রীতির বিনিময়ও সেখানে হতে পারে না। আর প্রতিযোগিতা বা

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্কের সাথে তো শান্তি ও প্রেমপ্রীতি যায়ই না। তা যায় কেবল সখ্যেরই সাথে, দুই নর–নারী যদি হয় সমস্তরের, সম্পর্কটা হয় সখ্যের, মৈত্রীর, সত্যিকারের ভালোবাসা সেখানেই সম্ভব আর

সেটাই হতে পারে শান্তির ঠিকানা।

কেমন ছিলো উম্মাহাতুল মু'মিনিনদের সাথে প্রিয় নাবী (স) এর ব্যবহার ঃ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীদের সাথে যে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন তা

সখ্যেরই ধারণা দেয়। তিনি তাঁদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন, তাঁদের অনুভব-অনুভূতির মূল্যায়ন করতেন,

তাঁদের যুক্তিযুক্ত পরামর্শ গ্রহণ করতেন, গৃহস্থালির কাজে তাঁদের সাহায্য করতেন, তাঁদের মান–অভিমান ও

তাঁদের সাথে খুনসুটিকে উপভোগ করতেন, তাঁদের সাথে গল্প করতেন ও হাস্যরসে যোগ দিতেন, এমনকি

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর সাথে দৌঁড় প্রতিযোগিতা পর্যন্ত দিয়েছিলেন। এসবই প্রমাণ

করে স্ত্রী হিসেবে তাঁদেরকে কতটা সম্মানজনক স্থানে রেখেছিলেন এবং তাঁরাও নিজেদেরকে তাঁর

দাসী-চাকরানী নয়; বরং প্রাণের সখীই ভাবতেন। এটা ভিন্নকথা যে, আল্লাহ তাআলার মহান রসূল হিসেবে

এবং তাঁর অনুপম আখলাক-চরিত্র ও অনন্য সাধারণ আচার-ব্যবহারের কারণে তাঁরা ছিলেন তাঁর প্রতি

উৎসর্গিতপ্রাণ; তাঁর অত্যুঙ্গ মহিমার সামনে নিজেদেরকে তাঁর দাসী-বাদী গণ্য করাকেও গৌরবজনক মনে

করতেন। আজও তো দুনিয়ার মুসলিম নর-নারী নিজেদেরকে নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম-বাঁদী বলতেই গর্ববোধ করে।

একান্তই দাম্পত্য-সম্পর্ক নিয়ে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা এ শিক্ষাই পাই যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে

সখ্যসুলভ। জীবনের উৎকর্ষ সাধনে, সুখের সংসার নির্মাণে, বিস্তৃত কর্মজীবনে তারা হবে পরস্পর সহযোগী।

কে বড়, কে ছোট সে প্রশ্ন অবান্তর; তারা দু'জনেই দু'জনার বড় আপনার।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ
بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ
وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

রোযার রাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস। তারা তোমাদের

জন্য পোশাক এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ জানতেন, তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত

করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেছেন। সুতরাং

এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা-কিছু লিখে রেখেছেন তা সন্ধান

কর। আর যতক্ষণ না ভোরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে পৃথক হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাও ও

পান কর। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তাদের সাথে (স্ত্রীদের সাথে) সহবাস করো

না, যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত থাক। এসব আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা। সুতরাং তোমরা এগুলোর
নিকটে যেও না। এভাবে আল্লাহ মানুষের সামনে স্বীয় নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা

তাকওয়া অবলম্বন করে।

-সূরা বাকারা : ১৮৭

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর একের প্রতি অন্যের প্রয়োজন ঠিক পোশাকেরই মত। পোশাক ছাড়া কোন মানুষ চলতে

পারে না। পোশাক তার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। ঠিক তেমটি কোন পুরুষ স্ত্রী ছাড়া এবং কোন নারীও স্বামী ছাড়া

চলতে পারে না। একের প্রতি অন্যের ঠেকাটা পোশাকেরই মত। পোশাক দ্বারা শরীরের হেফাজত হয়, লজ্জা

নিবারণ হয়, শীত ও তাপ থেকে শরীর রক্ষা পায়, দৈহিক সৌন্দর্য বর্ধন হয়, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে ও

সামাজিক মান-মর্যাদা রক্ষা হয়। অনুরূপ স্বামী দ্বারা স্ত্রীর ও স্ত্রী দ্বারা স্বামীর চরিত্র হেফাজত হয়, সামাজিক

লজ্জা-শরম নিবারণ হয়, সময়ের হেফাজত হয়, স্বাস্থ্য রক্ষা পায় এবং পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের বিকাশ হয়। তারা

একে অন্যের শোভা এবং আরও অনেক কিছু। কাজেই এখানে উত্তম-অধম ও বড় ছোটর কোন প্রশ্ন নেই।

তারা দু'জন মিলে একটি জোড়া, একটি দম্পতি। তাতে দু'জনের দু'টি পদমর্যাদা। একটি স্বামিত্বের একটি

স্ত্রীত্বের এবং এ হিসেবে দু'জনই সমমর্যাদার; কারও উপর কারও শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

হ্যাঁ যূথবদ্ধ জীবনে নেতার দরকার পড়ে। মানব ও মানবেতর সকল প্রাণীর মধ্যেই এটা এক স্বাভাবিক নিয়ম।

নেতা ছাড়া কোন যৌথ কারবার চলে না। কোন দল-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের

অস্তিত্ব লাভ হয় না। সংঘবদ্ধ কোনও কিছুই কারও নেতৃত্ব ছাড়া এগুতে পারে না। তাই শাশ্বতকাল থেকেই

পরিবার ও সমাজ নেতৃত্বকে মেনেই চলে আসছে।

কাউকে নেতা মানা হয় তার নেতৃত্বের গুণাবলী বিচারে। এটা বাড়তি গুণ, যা সকলের থাকে না। যার থাকে

সে নেতা হিসেবে বরিত হয়, কিন্তু এর ভিত্তিতে সে সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় না। মানুষ সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ

করে তার মানবিকতার চর্চা দ্বারা। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে, সৎ জীবন যাপন করে, সত্য-সঠিক পথে চলে

মানুষ হিসেবে সেই শ্রেষ্ঠ। এসব গুণের কারণে একজন লোক দলপতি না হয়েও শ্রেষ্ঠ হতে পারে, আবার এর

অভাবে একজন দলপতিও অধম গণ্য হতে পারে।

মানবিকতা চর্চার চালিকাশক্তি হল তাকওয়া-আল্লাহভীতি। সুতরাং যার মধ্যে তাকওয়া আছে সব বিচারে

সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير

হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন

জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে

আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই

আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

–সূরা হুজুরাত : ১৩

কাজেই তাকওয়ার ভিত্তিতে একজন নেতা অপেক্ষা তার অধীন ব্যক্তি বেশি মর্যাদাবান হতে পারে এবং

একজন নারী বহু পুরুষকে ডিঙিয়ে যেতে পারে। এর দুয়ার সকলের জন্য উন্মুক্ত।

সুতরাং নেতৃত্বকে মর্যাদার মাপকাঠী মনে করা ভুল। এই ভুল চিন্তাই মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মোহ

সৃষ্টি করে, যার পরিণতিতে নেতৃত্বই পতন ও অধঃপতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বস্তুতত নেতৃত্ব একটা দায়িত্ব, যেমন আনুগত্যও একটা দায়িত্ব। নেতার কাজ অধীনস্তের যথাযথ পরিচালনা

করা আর অধীনস্তের কাজ নেতার বৈধ হুকুম মেনে চলা। উভয়ের আপন আপন কাজে যত্নবান থাকাটাই

যথার্থ দায়িত্বশীলতা। এ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়ার দ্বারাই সব রকমের নির্মাণ ও উন্নয়ন সম্ভব হয়।

পারিবারিক নির্মাণ-উন্নয়নও এর ব্যতিক্রম নয়।

মানব-দাম্পত্যে পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ,

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু

পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীগণ অনুগত হয়ে থাকে, (পুরুষের)অনুপস্থিতিতে

আল্লাহ প্রদত্ত হিফাজতে (তার অধিকারসমূহ) সংরক্ষণ করে। আর যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা

অবাধ্যতার আশংকা কর, (প্রথমে) তাদেরকে বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদেরকে শয়ন শয্যায় একা

ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদেরকে প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের

আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ খুঁজো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকলের উপর,

সকলের বড়।

সূরা নিসা : ৩৪

এ দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হয়েছে এক্ষেত্রে তার উপযুক্ততা বিবেচনায়। আল্লাহ তাআলা তাকেই এ কাজের

উপযুক্ত করে বানিয়েছেন, যেমন নারীকেও তার সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য উপযুক্ত বানিয়েছেন। এ বিশ্ব

সংসারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যার দ্বারা যে কাজ নেওয়া দরকার বিশ্বপতি তাকে তার যোগ্যতা দিয়েই

সৃষ্টি করেছেন। কার দ্বারা তিনি কী কাজ নেবেন সেটা তাঁর ইচ্ছা। এখানে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। প্রশ্ন

তোলা বাতুলতা।

মানব-প্রজন্ম বিস্তারের জন্য আল্লাহ তাআলা নারীকে মা করে বানিয়েছেন। তাই গর্ভে সন্তান ধারণ ও

শিশু-সন্তানের পরিচর্যার জন্য যে সুকুমার গুণাবলীর দরকার ছিল তা দিয়েই তিনি নারীকে সৃষ্টি করেছেন

এবং তার দেহমনকে এর উপযোগী করেই বানিয়েছেন। সেই সাথে মা যাতে তার আপন দায়িত্ব সুচারুরূপে

পালনে যত্নবান থাকতে পারে সে জন্য তার নিজের ও সন্তানের সুরক্ষাসহ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান প্রভৃতি

প্রয়োজন সমাধার ভার থেকে তার মুক্ত থাকার দরকার ছিল। সুতরাং তাকে মুক্ত রেখে আল্লাহ তাআলা এ

ভার অর্পণ করেছেন পুরুষের উপর আর এজন্য যে যোগ্যতা ক্ষমতা দরকার ছিল তা দিয়েই তিনি তাকে

সৃষ্টি করেছেন। এ সুবাদেই সে নারীর কর্তা ও তত্ত্বাবধায়ক।

ইরশাদ হয়েছে,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

অর্থাৎ পুরুষ নারীর তত্বাবধায়ক এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের কতককে (যোগ্যতা ও ক্ষমতায়) কতকের

উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এ কারণে যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।

–সূরা নিসা : ৩৪

আনুগত্যই প্রকৃত গৌরব ঃ

স্বামী যখন নেতা ও তত্ত্বাবধায়ক, তখন স্ত্রীর কর্তব্য তার আনুগত্য করা। কিন্তু স্ত্রীদের অনেকেই এ ব্যাপারে

সচেতন নয়। তারা সীমালঙ্ঘন করে, নিজ দায়িত্বের সীমানা ডিঙিয়ে স্বামীদের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করে। এটা

একটা বাড়াবাড়ি ও মধ্যপন্থার লংঘন। প্রত্যেকের আপন সীমানার মধ্যে থাকাটাই মধ্যপন্থা এবং এতেই

সকলের কল্যাণ। এর লংঘন সকলের জন্যই ক্ষতিকর। পরিবারগুলোতে যে অশান্তি বিরাজ করছে তার

একটা কারণ এইও যে, স্ত্রীরা স্বামীর আনুগত্য করতে রাজি নয়, তারা চায় নেতৃত্ব তাদের হাতে থাকবে এবং

স্বামীসহ সকলে তাদের হুকুমে চলবে এটা এক রকম কর্তৃত্ববাদিতা। কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা কখনও কল্যাণ

বয়ে আনে না। যেই স্বামীকে তত্ত্বাবধায়ক বানানো হয়েছে, এ মানসিকতা তার জন্যও অশোভন ও

পরিত্যাজ্য। সেখানে স্ত্রীর কাজ যখন স্বামীর আনুগত্য করা, তখন এ মানসিকতা তো তার পক্ষে কিছুতেই

মানানসই নয়। সুতরাং স্ত্রীদেরকে সকলের শান্তি ও কল্যাণের খাতিরে অবশ্যই আপন সীমানার মধ্যে থাকতে

হবে। তাকে স্বামীর আনুগত্য করতে হবে। এটা তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। দায়িত্ব পালনে কোন ক্ষুদ্রতা

নেই। এটা লজ্জার নয়; বরং দায়িত্বশিলতাতেই প্রকৃত গৌরব। সুতরাং আল্লাহ তাআলা পুণ্যবতী নারীদের

প্রশংসা করে বলেন, (তরজমা) 'অর্থাৎ পুণ্যবতী নারীগণ হয় আনুগত্যকারী এবং আল্লাহ (স্বামীদেরকে

দায়িত্বশীল করার মাধ্যমে তাদের) যে হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন, সে জন্য তারা (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে

(নিজ সতীত্ব ও স্বামীর অন্যসব অধিকারের) হেফাজত করে

।-সূরা নিসা : ৩৪

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (অর্থ) 'শ্রেষ্ঠ নারী সেই, যার দিকে তাকালে সে

তোমাকে আমোদিত করে, যাকে তুমি কোন আদেশ করলে সে তোমার আনুগত্য করে এবং তোমার

অনুপস্থিতিতে অর্থ-সম্পদ ও তার নিজ সত্ত্বার দিক থেকে তোমাকে নিরাপত্তা দেয়।

–মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮৫৩৭; মুসনাদে তায়ালিসী, হাদীস : ২৩২৫; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস : ৮৯৬১

প্রকাশ থাকে যে, আধুনিক নারীবাদ প্রগতির নামে নারীদের মধ্যে হীনম্মন্যতাবোধ সৃষ্টি করছে। ধারণা

দেওয়া হচ্ছে পুরুষের নেতৃত্ব স্বীকার তাদের পক্ষে অবমাননাকর। কারও নের্তৃত্বস্বীকার যদি অবমাননাকর

হয় তবে এটা পুরুষে নারীতে কেন পুরুষে পুরুষেও তো হতে পারে। আর এ বিবেচনায় জগত থেকে নের্তৃত্বের

পাঠকে ঘুচিয়ে ফেলতে হবে, যার পরিণাম চরম নৈরাজ্য ও মানবতার কিয়ামত। সে পরিণাম থেকে রক্ষার

জন্যই নের্তৃত্বের বন্দোবস্ত। কাজেই এর জন্য ঈর্ষাকাতর না হয়ে আপন পদমর্যাদার মূল্যায়ন করাই যথার্থ।

ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَۚ وَسْـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

'যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কারও উপর কারও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা

অর্জন করে তা তার প্রাপ্য এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। বরং তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর

অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।-

সূরা নিসা : ৩২

অর্থাৎ তিনি জানেন কাকে দিয়ে কি দায়িত্ব পালন করাতে হবে এবং সে হিসেবেই তিনি যোগ্যতা, ক্ষমতা ও

অর্থ-সম্পদ বণ্টন করেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে অন্যকে কি দেওয়া হয়েছে সেদিকে না তাকিয়ে তোমাকে যা

দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থাক। বরং তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন যোগ্যতা অনুযায়ী আপন পরিমন্ডলে

নিজ দায়িত্ব পালনে রত থাক ও তার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। তাঁর অনুগ্রহ তথা আখিরাতের

কল্যাণলাভে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। প্রত্যেকে তার কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে।

অনুরূপ পুরুষেরও কর্তব্য তার তত্ত্বাবধানকার্যকে যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়া। মনে রাখতে হবে এটা তার

আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। এটা অহংকারের বিষয় নয়; বরং পালন করার বিষয়। অধিকাংশ পুরুষ তাদের এ

দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা স্বামিত্বের অন্ধ অহমিকায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এভাবে নারীর প্রতি

কেউ তো দৈহিক এবং অধিকাংশে মানসিক নির্যাতন চালায়।

স্বামীকে নেতা ও তত্বাবধায়ক বানানোর অর্থ এ নয় যে, স্ত্রীর উপর সবকিছুতে নিজ কর্তৃত্ব খাটানোর চেষ্টা

করবে এবং স্ত্রীকে তার হুকুমের দাসী বানিয়ে রাখবে। এটা স্ত্রীর পদমর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

যাওজিয়াত ও দাম্পত্য সম্পর্কেরও পরিপন্থী। সেই সংগে স্বামিত্বের চরম বাড়াবাড়ি ও নের্তৃত্বের অপব্যবহার।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পরিমিতিবোধের পরিচয়ঃ

স্বামীকে অবশ্যই তার তত্ত্বাবধানকার্যে পরিমিতিবোধের পরিচয় দিতে হবে। এজন্য কয়েকটি বিষয়

বিশেষভাবে লক্ষণীয়–

১. মানুষ হিসেবে স্ত্রীর মর্যাদারক্ষা :

মানুষমাত্রকেই আল্লাহ তাআলা মর্যাদাবান করেছেন। মনুষ্যত্বের সে মর্যাদায় নারী-পুরুষের কোন প্রভেদ নেই।

আল্লাহ তাআলা সাধারণভাবেই বলেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

বাস্তবিকপক্ষে আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা

করেছি, তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমার বহু মাখলুকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান

করেছি।

–সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০

সুতরাং স্ত্রীর সাথে এমন কোন আচরণ করা যাবে না, যা তার মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী।

২. স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদারক্ষা :

আপন-আপন স্তরে সব মানুষের একটা সামাজিক মর্যাদা আছে। স্ত্রীও তার ব্যতিক্রম নয়। স্ত্রীর সে মর্যাদাকে

অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। এমন সব আচরণ পরিত্যাজ্য, যা সমাজ-চোখে তাকে ছোট করতে পারে বা

যা দ্বারা সে অন্যের সামনে নিজেকে অপমানিত বোধ করতে পারে।

৩. তার মাতৃত্বের মর্যাদা দান :

ইতোমধ্যে যদি সে মা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার মাতৃত্বের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকা কর্তব্য। এবং এটা

অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ স্বামী এ বিষয়ে সচেতন নয়। স্বামী ও পিতা হিসেবে তারা নিজেদেরকে এতটা

উর্ধ্বের মনে করে যে, অন্যের মান-মর্যাদার কোন তোয়াক্কা করে না। সন্তানটি যে তার একার নয়, স্ত্রীরও;

বরং সন্তানের জন্ম ও লালন–পালনে তারও ভূমিকা আছে এবং বেশি পরিমাণেই আছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপই

করা হয় না। এটা এক নির্মম অবিচার। তদপেক্ষাও কঠিন অবিচার হল সন্তানের সামনে তার মাকে তিরস্কার

করা। এটা স্বামিত্বের চরম সীমালংঘন। ভুলত্রুটি যে কারও দ্বারাই ঘটতে পারে। সব ভুল স্ত্রীরই হবে এটা

কোন কথা নয়। কর্তৃত্ববাদিতার অন্ধত্বে নিজের দোষটা সহজে চোখে পড়ে না। তাই অন্যকে শাসনের ক্ষেত্রে

আমরা বড় বেপরোয়া। তাই অন্যকে তার প্রিয়জনদের সামনে শাসন করে কেবল তাকেই অপমানিত করি

না, নিজেকেও ছোট করে ফেলি। এ ব্যাপারে স্বামীদের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।

৪. আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়ন :

স্বামী যেমন চায় স্ত্রী তার আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখাক। তেমনি স্ত্রীরও তা কাম্য। তারও

আবেগ-অনুভূতি আছে। সেদিকে লক্ষ্য রাখা স্বামীর কর্তব্য। কিন্তু অধিকাংশ স্বামী এ ব্যাপারে শৈথিল্য

প্রদর্শন করে। স্ত্রী যেন এক জড়বস্ত্ত। সে যখন একজন জলজ্যান্ত মানুষ, তখন ভাবাবেগ তো তারও

সহজাত। সুন্দর ও শোভনের প্রতি অনুরাগ ও অসুন্দর-অশোভনের প্রতি বিরাগ তার থাকবেই। বসন্তের

মধুর বাতাস স্বামীকে যদি আকুল করে তাকে কেন করবে না? কিংবা কোন অনাকাঙ্ক্ষিতের মুখোমুখিতায়

সেও বা কেন বিমর্ষ হবে না? হর্ষ-বিপদ ও মান-অভিমান যদি তার নাই থাকে, তবে তার কাছে কোন কিছুর

আশা করা কেন? যার কাছে কোন প্রাপ্তির আশা থাকবে তার মান-অভিমানকে সম্মান করতে হবে। এতে

ভারসাম্য রক্ষা হয় এবং এতেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আশানুরূপ হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথেও কি আমাদের মহিয়সী মায়েদের মান-অভিমানের পালা

চলত না? হাদীসগ্রন্থসমূহে এরূপ একাধিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কখনও তাকে

নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতেন না। রসজ্ঞ নবী তার ভেতর দাম্পত্যের মাধুর্যই খুঁজে পেতেন। তাই তো তার

মুগ্ধ-মধুর অভিব্যক্তি শুনি-'আয়েশা! কখন তুমি অভিমানে থাক আর কখন প্রসন্ন, আমি ঠিক বুঝতে পারি।

জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে? বললেন, অভিমানকালে তুমি শপথ কর 'ইবরাহীমের রবব' বলে, আর

প্রসন্নতার সময় 'মুহাম্মাদের রবব' বলে। আম্মাজান হয়ত খানিকটা লজ্জা পেলেন। বললেন, 'ওই নামটুকুই

যা উচ্চারণ করি না (না হয় তখনও আপনার সত্ত্বা আমার হৃদয়জুড়ে বিরাজমান থাকে)।

দোজাহানের সর্দার তো তাঁর প্রিয় স্ত্রীর সাথে দৌঁড় প্রতিযোগিতাও দিয়েছেন। হাবশীদের সামরিক কসরত

দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। শৈশবে খেলার সংগীদের ডেকে খেলতে দিয়েছেন।

আমাদের জানা-অজানা আরও কত ঘটনাই না আছে, যা আমাদেরকে বয়সভেদে স্ত্রীর রুচি-অভিরুচি,

মন-মানসিকতা ও যাবতীয় বোধ-অনুভবকে সম্মান জানাতে শেখায়।

৫. মতামতের গুরুত্বদান :

স্ত্রীর মতামতের ক্ষেত্রে দ্বিবিধ প্রান্তিকতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিত্বহীন বা দুর্বলচিত্ত লোকেরা বাইরে দোর্দন্ড

প্রতাপশালী হলেও যে কোনও কারণে স্ত্রীর কাছে মেরুদন্ডহীন। এ শ্রেণীর স্বামীরা স্ত্রীর মতামতকে আদালতী

সিদ্ধান্তের মত শিরোধার্য করে নেয়। তার মত যুক্তিসিদ্ধ কি না কিংবা শরীআতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য কি

না, তা গ্রহণ করলে অন্য কারও অধিকার র্খব হয় কি না বা তাতে দ্বীন-দুনিয়ার কোন ক্ষতি আছে কি না,

এসব ভেবে দেখে না। এটা শৈথিল্যমূলক প্রান্তিকতা। এরূপ স্ত্রীপরবশতা বা স্ত্রী-অভিমতের নির্বিচার

আনুগত্য কারও পক্ষেই মঙ্গলজনক হয় না। স্বামী-স্ত্রী নিজেরাও তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সেই সাথে পরিবার,

আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির সামাজিক মান-মর্যাদার বিস্তার অনুযায়ী বিস্তৃত পরিমন্ডলে সে

ক্ষতি সংক্রমিত হয়। সুতরাং এজাতীয় প্রান্তিকতা পরিত্যাজ্য।

অপরদিকে এক শ্রেণীর লোক স্ত্রীর মতামতকে গ্রাহ্যই করে না। স্ত্রীর যেন কোন মতামত থাকতে পারে না। সে

এমনই কলের পুতুল যে, কোনও রকম স্বকীয়তা তার সাথে বেমানান এবং পরমতচারিতাই তার ভূষণ।

অর্থাৎ তুমি যখন আমার স্ত্রী হয়ে এসেছ, এখন আমার মতের বাইরে তোমার নিজস্ব কোন মত থাকতে

পারবে না। এটা নেতৃত্বের বাড়াবাড়ি ও স্বামিত্বের সীমালংঘন।

স্ত্রী যখন জোড়ার একজন ও স্বামীর সংগিনী, তখন মত প্রকাশের অধিকার তারও আছে। হ্যাঁ নেতা স্বামী

বিচার করে দেখবে সে মতের পেছনে যুক্তি কতটুকু। অতপর যুক্তিসিদ্ধ মনে হলে গ্রহণ করবে তা না হলে

যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তার দুর্বলতা বুঝিয়ে দেবে। এটাই পরিমিতিবোধের দাবি। স্ত্রীর মতে একদমই কর্ণপাতই

করবে না বা ছিঃছিক্কার করে তা উড়িয়ে দেবে-এটা নেতৃসুলভ, বিশেষত স্বামীসুলভ আচরণ নয় কিছুতেই।

বরং সংসার যাত্রায় স্ত্রীর সাথে মতবিনিময় করা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই দাম্পত্য ও

পারিবারিক শান্তির পক্ষে বেশি সহায়ক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বাইরের বিষয়েও স্ত্রীর যৌক্তিক পরামর্শকে মূল্য দিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন ইহরাম ভাঙ্গার পালা আসল, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ সত্ত্বেও তাঁর উৎসর্গিতপ্রাণ সাহাবীগণ মাথা কামাতে প্রস্ত্তত হচ্ছিলেন না (হয়ত

আশা ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ভিন্ন কোন আদেশ নাযিল হবে।) বোধ করি তাঁর নবুওয়াতী জীবনের

কঠিনতম মুহূর্ত ছিল এটি। তাঁর হাতে গড়া মহান জামাত, যারা তাঁর হুকুমে সাগরে ঝাঁপ দিতেও প্রস্ত্তত

থাকে, তারা কি না আজ তাঁর হুকুম মানতে অগ্রসর হচ্ছে না। এ রকম পরিস্থিতি তাঁর জীবনে এই প্রথম।

তিনি পেরেশান হয়ে তাঁবুতে চলে গেলেন। আমাদের ধীমতি মা হযরত উম্মু সালামা রা. সব শুনে বললেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! পেরেশান হবেন না। কাউকে কিছু না বলে আপনি গিয়ে আগে নিজের মাথা কামিয়ে

ফেলুন। তিনি তাঁর পরামর্শের যুক্তি উপলব্ধি করলেন। পত্রপাঠ গিয়ে নিজের মাথা কামিয়ে ফেললেন। আর

কে বসে থাকে! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যখন ইহরাম ভেঙ্গে ফেলেছেন, আর কে না

ভেঙে পারে? অবিলম্বে সকলেই মাথা কামিয়ে ফেললেন। এভাবে উম্মুল মুমিনীনের পরামর্শ গ্রহণ দ্বারা এক

কঠিন জটিলতার অবসান হয়ে গেল। বোঝা গেল, ক্ষেত্রবিশেষে স্ত্রীর পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তাই বিলকুল অগ্রাহ্যও নয় এবং নির্বিচারে গ্রহণও নয়; বরং পরিমিতিবোধের সাথেই স্ত্রীর অভিমতকে

মূল্যায়ন করা চাই। দাম্পত্য সুখ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি।

৬.ত্রুটিবিচারে মাত্রানিষ্ঠা :

ভুল-ত্রুটি মানুষ মাত্রেরই হয়। যাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা কম, তাদের ভুল-ত্রুটি নজরে আসে কম।

দাম্পত্য-ঘনিষ্ঠতার কারণে স্বামী-স্ত্রীর চোখে পরস্পরের দোষ-ত্রুটি বেশিই চোখে পড়ে। তাই চিন্তার

সংকীর্ণতাবশত অনেক দম্পতির চোখে তাদের পরস্পরকে অনেক বেশি মন্দ মনে হয়। ফলে একের প্রতি

অন্যে শ্রদ্ধা হারায় এবং যে কোন ভুল-ত্রুটি নিয়ে তাদের মধ্যে নিত্যদিন কলহ লেগেই থাকে। তা এর থেকে

নিস্তারের উপায় কি?

নিস্তারের উপায় একটাই। পরিমিতিবোধসম্পন্ন হয়ে যাওয়া, দৃষ্টিতে মাত্রানিষ্ঠ হওয়া ও চিন্তায় ভারসাম্য রক্ষা করা।

৭.দেন মোহর :

নারীর দেন মোহর পরিশোধ করা ফরজ। এ হক তার নিজের, পিতা-মাতা কিংবা অন্য কারো নয়। আল্লাহ

তাআলা বলেনঃ

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

নারীদেরকে খুশী মনে তাদের মাহর আদায় কর। তারা নিজেরা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কিছু অংশ ছেড়ে

দেয়, তবে তা সানন্দে, স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করতে পার।

[নিসা : ৪]

৮. ভরন পোষণ :

সামর্থ্য ও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীর ভরন-পোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। স্বামীর সাধ্য ও স্ত্রীর মর্তবার

ভিত্তিতে এ ভরন-পোষণ কম বেশি হতে পারে।অনুরূপ ভাবে সময় ও স্থান ভেদে এর মাঝে তারতম্য হতে

পারে।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচা দেবে আর যার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে,

(অর্থাৎ যে গরীব) সে, আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচা দেবে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন তার

বেশি ভার তার উপর অর্পণ করেন না। আল্লাহ সংকটের পর স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে দেবেন।

” [তালাক : ৭]

৯. স্ত্রীর প্রতি স্নেহশীল ও দয়া–পরবশ থাকা:

স্ত্রীর প্রতি রূঢ় আচরণ না করা। তার সহনীয় ভুলচুকে ধৈর্যধারণ করা। স্বামী হিসেবে সকলের জানা উচিত,

নারীরা মর্যাদার সম্ভাব্য সবকটি আসনে অধিষ্ঠিত হলেও, পরিপূর্ণ রূপে সংশোধিত হওয়া সম্ভব নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

“তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী। কারণ, তারা পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্ট। পাঁজরের উপরের হাড়টি

সবচে’ বেশি বাঁকা। (যে হাড় দিয়ে নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে) তুমি একে সোজা করতে চাইলে, ভেঙে

ফেলবে। আবার এ অবস্থায় রেখে দিলে, বাঁকা হয়েই থাকবে। তাই তোমরা তাদের কল্যাণকামী হও, এবং

তাদের ব্যাপারে সৎ-উপদেশ গ্রহণ কর।”

[বুখারি]

১০. স্ত্রীর ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল হওয়া :

হাতে ধরে ধরে তাদেরকে হেফাজত ও সুপথে পরিচালিত করা। কারণ, তারা সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল, স্বামীর যে

কোন উদাসীনতায় নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর ফেতনা হতে খুব যত্ন সহকারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেনঃ

‘আমার অবর্তমানে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়েবেশি ক্ষতিকর কোন ফেতনা রেখে আসিনি।’

[বুখারী:৪৭০৬]

নারীদের ব্যাপারে আত্মম্ভরিতার প্রতি লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

‘তোমরা সা’আদ এর আবেগ ও আত্মসম্মানবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ। আমি তার চে’ বেশি

আত্মসম্মানবোধ করি,আবার আল্লাহ আমারচে’ বেশি অহমিকা সম্পন্ন।’

[মুসলিম : ২৭৫৫]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যার মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ নেই সে দাইয়ূছ (অসতী নারীর

স্বামী, যে নিজ স্ত্রীর অপকর্ম সহ্য করে)। হাদিসে এসেছেঃ ‘দাইয়ূছ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’

[দারামি : ৩৩৯৭]

মানুষের সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদার বিষয় নিজের পরিবার। এর ভেতর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত স্বীয় স্ত্রী।

অতঃপর অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এবং অধীনস্থগণ। পরিশেষে নির্ঘাত বাস্তবতার কথা স্বীকার করে বলতে

হয়, কোন পরিবার সমস্যাহীন কিংবা মতবিরোধ মুক্ত নয়। এটাই মানুষের প্রকৃতি ও মজ্জাগত স্বভাব। এর

বিপরীতে কেউ স্বীয় পরিবারকে নিষ্কণ্টক অথবা ঝামেলা মুক্ত কিংবা ফ্রেশ মনে করলে, ভুল করবে। কারণ,

এ ধরাতে সর্বোত্তম পরিবার কিংবা সুখী ফ্যামিলির একমাত্র উদাহরণ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার ও ফ্যামিলি। সেখানেও আমরা মানবিক দোষ-ত্রুটির চিত্র দেখতে পাই, অন্য

পরিবারের পবিত্রতা কোথায় ?

জ্ঞানী-গুণীজনের স্বভাব ভেবে-চিন্তে কাজ করা, ত্বরা প্রবণতা পরিহার করা, ক্রোধ ও প্রবৃত্তিকে

সংযমশীলতার সাথে মোকাবিলা করা।কারণ, তারা জানে যে কোন মুহূর্তে ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনায়

আত্মমর্যাদার ছদ্মাবরণে মারাত্মক ও কঠিন গুনাহ হয়ে যেতে পারে।যার পরিণতি অনুসূচনা বৈকি? আবার

এমনও নয় যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত কল্যাণ ও সুপথ বান্দার নখদর্পে করে দিয়েছেন। তবে অবশ্যই তাকে

মেধা, কৌশল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে।

এছাড়া আরো কিছু দায়িত্ব একজন স্বামীর ওপর বর্তায়ঃ

১. সামর্থ্য অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ও খরচাদি দিতে কোনো প্রকার অবহেলা না করা।

২. স্ত্রীকে দ্বীনি মাসআলা-মাসায়িল শিক্ষা প্রদান করা।

৩. ভালো কাজের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা।

৪. যাদের সঙ্গে দেখা দেয়ার ব্যাপারে ইসলামের অনুমতি রয়েছে, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ

প্রদান করা।

৫. আত্নীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ প্রদান করা।

৬. কোনো প্রকার ভুল বা অসাবধানতা হলে ধৈর্য ধারণ করা।

৭. শাসন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা।

৮. মোহর আদায় করা।

৯. ইসলামি শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে স্ত্রীর মন জয় করা।

১০. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা।

১১. নির্যাতন না করা।

যারা তাদের স্ত্রীর কাছে উৎকৃষ্টঃ

নবিজি [সা.] বলেছেন, তোমাদের মধ্যে তারাই উৎকৃষ্ট, যারা তাদের স্ত্রীর কাছে উৎকৃষ্ট এবং আপন

পরিবার-পরিজনের প্রতি স্নেহশীল।

[তিরমিজি শরিফ]

অপর এক হাদিসে রাসুল [সা.] বলেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করবে, মহান

আল্লাহ তাকে হজরত আইয়ুব (আ.)-এর সমান 'সওয়াব' দান করবেন।

হজরত আবু হোরায়রা [রা.] থেকে বর্ণিত, রাসুল [সা.] বলেছেন, হে মানব জাতি! স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো

ব্যবহার করার ব্যাপারে আমার হুকুম মান্য কর। পাজরের হাড় থেকে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, স্বভাবতই

তারা বাঁকা।

যদি তুমি বাঁকা হাড়কে শক্তির দ্বারা সোজা করতে যাও, তবে তা ভেঙে যাবে। তাকে স্বাভাবিক অবস্থায়

ছেড়ে দাও, সব সময় বাঁকাই থাকবে। এজন্য আমার শেষ নির্দেশ হিসেবে কবুল কর, স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর।

[বোখারী ও মুসলিম]

স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর ও ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আপন করে নিতে হবে। স্বামীর কাছ থেকে যখন কোনো স্ত্রী ভালোবাসা পাবে, তখন সে তার সবটুকু স্বামীর জন্য উজাড় করে দিবে। রাসুল [সা.] বলেছেন,

'স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে যখন একে অপরের দিকে ভালোবাসার নজরে তাকাবে, মহান আল্লাহ তাদের দিকে রহমতের নজরে তাকাবেন।'

পরিশিষ্টঃ

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তাদের মূল লক্ষ্য আখেরাতের জীবন। দুনিয়ায় সুশৃঙ্খল জীবনের সাথে সাথে আখেরাতে কীভাবে তারা সফল হবে, সেজন্য তিনি তাদের দিয়েছেন বিস্তারিত পথনির্দেশ। তাই সব কাজে আখেরাতকে স্মরণ রাখা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সুতরাং নিছক জাগতিক বিষয়গুলোও সে এমনভাবে সম্পাদন করবে, যা দ্বারা সে আখেরাতে সফল হবে। এটাই শরীয়তে কাম্য এবং বিবেকের দাবি।

স্বামী স্ত্রীর প্রসঙ্গটিও এমন। বিবাহকে শরীয়ত নিতান্তই জাগতিক বিষয় বিবেচনা করে না; বরং সেটাকে স্বামী-স্ত্রী এবং তৎপরবর্তী সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আখেরাতের সফলতার মাধ্যমও বিবেচনা

করে।

মোদ্দাকথা, স্বামী-স্ত্রী যেহেতু একে অপরের আখেরাতেরও সহযোগী, তাই প্রত্যেকে নিজের আখেরাতের

ফিকিরের সাথে সাথে অপরের আখেরাতের ফিকির করাও আবশ্যক। তাই তাদের মাঝে জাগতিক বিষয়ের

আলোচনার ন্যায় আখেরাতের বিষয় নিয়েও আলোচনা হতে হবে। কারও মধ্যে কোনো আমল বা গুণের

অভাব থাকলে তা চিহ্নি

ত করে বাস্তবে আনার চেষ্টা করতে হবে। একজন কোনো ভালো কিছু পড়লে, শুনলে বা জানলে অপরকে

জানাবে, একজন একটি নেক কাজ করলে অপরজনকেও শরীক করবে। সর্বদা ঘরে আখেরাতের

মুযাকারার পরিবেশ রাখবে।

তথ্যসূত্র ঃ

http:/ alkausar mashik potrika
http:/ hadithbd.com
http:/ kalerkonthonews
https://gtaf.org/apps/quran